আহুতি।

আহুতি।

(জীবন-সঙ্গীত)

अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगुणं सर्व्वास्ववस्थासु यद्
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्य्यो रसः।
कालेनावरणात्ययात् परिणते यत् स्नेहसारे स्थितं
भद्रं प्रेम सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत् प्राप्यते ॥

भवभूति।

কলিকাতা,

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিসন যন্ত্রে

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

১৩০৫।

উৎসর্গ

পরম-ভক্তি-ভাজন

শ্রীশ্রীমন্মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ

বাহাদুর—

দেবাত্মন্!

মনে হ'লে সেই দিন
এখনো শিহরে প্রাণ;
অতীত নিকটে আসি
হয় যেন বর্ত্তমান।
স্বপন সত্যের ছায়
ঢেকে ফেলে আপনায়,
ছায়ায় মুরতি হেরি
শঙ্কায় বিভল হই,
বিষাদে আপনাহারা
আমি যেন হ'য়ে রই।

ধীরে ধীরে স্মৃতি এসে,
শ্মশানে লইয়া যায়,
আহুতি এ ভস্ম শেষ
দিতে তাহে পুন চায়;

কাছ থেকে কত দূরে,
সংসার সরিয়া পড়ে,
নিরাশায় হৃদে বয়,
প্রলয়ের প্রভঞ্জন
ধবক্ ধবক্ জ্বলে উঠে
মরমের হুতাশন।

বুঝি বা হতেম ভস্ম
কালান্তক সে অনলে,
স্মৃতির সে উষ্ণ বায়ে
বুঝি বা যেতেম গলে,
যদি নাহি তার মাঝে
দেবতার দিব্য সাজে,
দুইটী না হ'ত আলো
নয়নের পথ-গামী
কি হ'তেম কে বলিবে
জানেন অন্তরযামী।

একটী নিভেছে আলো,
বিষাদে ঢেকেছে প্রাণ,
একটী থামিয়া গেছে
স্বদূর আশার গান।

বিষাদে হৃদয়-পুরে
অপর থাকিয়া দূরে,
ঢালিতেছে অই দেখ
মৃদুল কিরণ ধারা,
তাতেই বাঁচিয়া আছি
সংসারে আপনাহারা ;
তুমি সে দেবতা যদি আঁধারে জোছনা-ধার
পূজিতে এসেছি লও, অকিঞ্চন উপহার ।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
উৎসবে—	
উৎসব	১
সংযম	২
সঙ্কল্প	৪
মন্ত্র	৫
মন্দাকিনী	৫
অঞ্জলি	৬
ফুলহার	৭
হাতে হাতে	৮
ভালবাসা	১১
একবিন্দু	১২
শূন্য-পথে	১২
বিসর্জ্জন	১৩
শৈশব-স্মৃতি	১৭
মিলন-পথে	১৮
আশীর্ব্বাদ	২০
বিদায়ে—	
বিদায়	২২
বিষাদিনী	২৫

বিষয়	পৃষ্ঠা

শ্মশানে—

যাত্রাপথে—

বিষয়	পৃষ্ঠা

আদর্শ-প্রেমে—

আহুতি।

উৎসবে।

উৎসব।

দিগন্ত প্রসারি হেথা
কেন এত কোলাহল,
বিকশিত সকলের
হৃদয়ের শতদল ?
বাজিছে দামামা কাড়া
ঢাক ঢোল মাতোয়ারা,
বৈজয়ন্ত উৎসবের
হইতেছে অভিনয়,
স্বরগের ছায়া কেন
মরতে লক্ষিত হয় ?

সংযম (অধিবাস) ।

নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানে
সংসারে উঠিল কোলাহল,
ভবিষ্যত চাহি একবার
আজ তুমি ফেল আঁখিজল।

ধূলি খেলা গেল ফুরাইয়া
পুতুলের করলো সৎকার,
কঠোর কর্ত্তব্য দাঁড়াইয়া
করিতেছে প্রতীক্ষা তোমার।

সুদীর্ঘ এ জীবনে বালাহে
হ'ল এক অঙ্ক অভিনয়,
শৈশবের ফুরাইল লীলা
স্বপনের হইল বিলয়।
সংসার খুঁজিছে দূর হ'তে
কোথা বালা আয় আয় আয়,
এসেছিলি যে কাজ সাধিতে
ছুটে আয় তারি সাধনায়।
সুদূর গহন বনে অই
বাজিল বাঁশরী যেন কার,
ঘুমে ছিলি উঠিলি জাগিয়া
চমকিত দেখিলি সংসার।

ডাকিতেছে পরাইতে সবে
কর্ত্তব্যের কঠোর শৃঙ্খল,
এত নয় সুখ-আবাহন
আজি তুমি ফেল আঁখিজল।

সকলের বাহিরের খেলা,
উৎসবের তাই আয়োজন,
দিতে তুই যেতেছিস বালা
হৃদয়ের চির-বিসর্জ্জন।

বিপুল উচ্ছ্বাস ভরা বুকে
তাই সবে আনন্দে বিভল,
আজ নয় সে দিন তোমার
আজ তুমি ফেল আঁখিজল।

নীরবে নিভৃত গেহ-কোণে
আপনায় রাখ্ লুকাইয়া,
চিন্তা তোর থাকিবে সঙ্গিনী
বিষাদে আপ্লুত রবে হিয়া।

মহাব্রত করিবি গ্রহণ
আজ তারি সংযমের দিন,
সমাহিত না হ'লে হৃদয়
সে দীক্ষার হবে অঙ্গহীন।

সাধে বাদ ঘটিবে নিশ্চয়
পদে পদে হবে অমঙ্গল,
ভবিষ্যত চাহি একবার
আজ তুমি ফেল আঁখিজল।

সঙ্কল্প।

এ ব্রতের সঙ্কল্প এতই কঠিন?
হৃদয়ের রক্ত দিয়া
সরবস্ব বিসর্জ্জিয়া
সংযম কি বিধি এর আছে চিরদিন!
আপন সমাধিপরে
রব আহা চিরতরে
বিধৌত নয়ন-জলে মহাযোগে লীন;
স্বার্থে শুধু দিব বলি,
ভকতির পুষ্পাঞ্জলি
দিব ইষ্টদেবতারে হৃদয়ে আসীন!
আশার আশ্বাস পেয়ে
প্রতীক্ষার মুখ চেয়ে
ভুলে যাব বর্ত্তমান দুখের দুর্দ্দিন!
এ ব্রতের সঙ্কল্প এতই কঠিন
হৃদয়ের রক্ত দিয়া
সরবস্ব বিসর্জ্জিয়া
সংযম কি বিধি এর আছে চিরদিন!

মন্ত্র।

জীবন—প্রেমের এক লীলাময় বৃন্দাবন,
আশার নিকুঞ্জে দূর ভবিষ্যত আবাহন।
জীবন—এ সংসারের কর্ত্তব্যের ক্রীতদাস
আপনা-বিস্মৃত হ'য়ে পরসুখ অভিলাষ।
জীবন—কালের স্রোতে তরঙ্গ অস্থির গতি,
অনন্তের এ সংসারে ক্ষুদ্র ছায়া এক রতি।
জীবন—এ বিশ্বময় নিঃস্বার্থ আপনাদান,
ইহ পরত্রের মাঝে ক্ষুদ্র এক ব্যবধান।
বিবাহ সে জীবনের পুণ্যময় প্রস্রবণ
বিধাতার আশীর্ব্বাদ হৃদয়ের সম্মিলন।

মন্দাকিনী।

এ আমার চাঁদের কিরণ
প্রীতিময়ী মাধুরী বিকাশ;
মধুময় কোকিল-কূজন,
বিকশিত কুসুমের বাস;

এ আমার ভগন-হৃদয়ে
উথলিত বাসনা লহরী;
অন্ধকার বিজন নিলয়ে
জ্যোতিময়ী দেবতা সুন্দরী;

মরতের পূত মন্দাকিনী,
প্রাণময়ী স্নেহের পুতলি,
হৃদয়ের শান্তি বিধায়িনী,
অস্ফুট কুসুম-কম-কলি।

পাষাণে বাঁধিয়া বুক
বড় আদরের ধন,
দেখে যারে দেখে যারে
দিতে যাই বিসর্জ্জন!

কে জানে জ্বেলেছি আজ কি যে হুতাশন
প্রাণের আহুতি দিতে জন্মের মতন!

অঞ্জলি (সম্প্রদান)।

বাছিয়া এনেছি তুলে
কুড়া'য়ে নন্দন বন,
এই নেও পারিজাত,
সুরভিত সচন্দন।

মাধুরী জ্যোছনা তার
আকাশ প্রাণের ছায়,
সুদূর তারকালোকে
আশাগুলি ছুটে যায়।

মহাব্রত এ সংসারে
পরসুখ সংবিধান,
দারুণ প্রতিষ্ঠা যার
নিঃস্বার্থ হৃদয়-দান।

বিকাশে সে পিককলে,
বরষায় ঝরে যায়,
কানন সমাধি-ভূমি
বসতি মলয় বায়।

জীবন প্রেমের ধারা
নির্ব্বাণ সুরভি-মূল,
এই নেও পারিজাত
চন্দনে চর্চ্চিত ফুল।

ফুলহার।

আজি প্রিয় শুভদিনে তোমারি লাগিয়া
এনেছি যতনে এই মালাটি গাঁথিয়া।
প্রাণের উদ্যানে যত ফুটেছিল ফুল
সকলি এনেছি তুলে হরষে অতুল।
কত আশা ভালবাসা করিয়া চয়ন
সযতনে করিয়াছি বীথিকা রচন।

প্রেমের চন্দন তাহে দেছি ছড়াইয়া
ভকতির ধূপ ধূনা এনেছি জ্বালিয়া।
কৃতার্থ হইব আজ পূজিয়া তোমায়
এসেছি সমীপে শুধু ওই ভরসায়।
আদরে পরিবে গলে বাসনা আমার
হইবে নয়ন-কোণে প্রেমের সঞ্চার।
হৃদয়ে খেলিবে কত সুখের উচ্ছ্বাস
ও প্রেম বয়ানে তারি পঁড়িবে আভাস;
হয়তো ভুলিয়া দিবে একটী চুম্বন
তাই চাই আর কিছু নাই আকিঞ্চন।

হাতে হাতে।

আহা থাক্, ওকি কর কোমল হৃদয়
কঠিন পরশে হায়
যদি বা ভাঙ্গিয়া যায়
যদি বা সহসা ভয়ে বিচলিত হয়।

সে জানে না কারে কয়
উন্মাদক ভালবাসা,
সে জানে না প্রাণে তার
গুপ্ত আছে কত আশা।

সে জানে না আজি এই
জীবনের সুপ্রভাতে,
কি যে এক বিনিময়
হইতেছে হাতে হাতে।

সে জানে না প্রাণে তার
উথলিল যে লহরী,
ছুটিবে অনন্তকাল
তোমারে আশ্রয় করি।

সরলা অবলা অই
আমাদের ফুলবালা,
ফুল তুলি সাজি ভরি
শুধু তাহে গাঁথে মালা;

জানে না জয়ন্তী লাগে
দেবতার অর্চ্চনায়,
জানে না কুসুমে কীট
মাঝে মাঝে দেখা যায়।

যদি কোথা দেখে ফুল
হরষে উথলে মন,
মনে করে এ মরতে
সুখী তারি ফুলবন।

তাই যে সে পাগলিনী
না বুঝি আইল ছুটি
কে তুমি রে সরলার
পরাণ নিতেছ লুটি।

আশার স্বপন তার
ঘুমে আছে ঘুমে থাক্‌,
জীবনের শান্ত স্রোত
মৃদুল বহিয়া যাক্‌।

আছে তার এ সংসারে
আদরের কত ধন,
স্নেহের আশ্রয়ে তার
বেঁচে আছে কতজন।

ফুল ফুটে, পাখী গায়
আকাশে তারকা হাসে
স্নেহের ভিখারী মোরা
আছি তারি আশে পাশে।

মুক্তপথে প্রাণ তার
ছুটেছে আপন সাধে,
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা তারে
ফেল না কঠোর ফাঁদে।

যে উচ্ছ্বাস যুগপত
পরশে উথলি উঠে
বুঝি বা হৃদয় তার
একবারে যায় টুটে।

তাই বলি—ওকি কর কোমল হৃদয়,
কঠিন পরশে হায়
যদি বা ভাঙ্গিয়া যায়!
যদি বা সহসা ভয়ে বিচলিত হয়?

ভালবাসা (বন্ধন)।

তুমি জান আত্মদান আপনা বিস্মৃতি
তুমি জান সুখে দুঃখে শুধু অশ্রুজল,
তোমার কথায় ফুটে মরমের গীতি,
তোমার হাসিতে ফুটে সোণার কমল।

তুমি জান বাড়াইতে প্রণয়ের ঋণ,
সুদৃঢ় শৃঙ্খলে সবে করিতে বন্ধন;
তুমি জান আপনায় করি দীনহীন
অপরে করিতে ধনী সুখী মহাজন।

তুমি জান জগতের সৌন্দর্য্য লইয়া
একটী মূরতি দিব্য করিতে গঠন,
তুমি জান মন্ত্র মুগ্ধ নিকটে বসিয়া
দিবানিশি তাহারেই করিতে পূজন।

তারি লাগি ফুটে ফুল, পাখী গান গায়,
তারি লাগি এ জগতে তোমার জীবন,
বল দেখি এই খেলা শিখিলে কোথায়
দেবতার অভিনয়, হৃদয়-রঞ্জন।

একবিন্দু।

মন প্রাণ যে তোমার সঁপে দিল করে
একবিন্দু অশ্রু সখি ফেল তারি তরে।
তুমি কি জাননা দেবি! এ সংসারে হায়
একাকী আপন বোঝা ব'য়ে চলা দায়।
মাঝে মাঝে সাথী তাই চাই একজন
উত্তপ্ত মরুতে করে সলিল সিঞ্চন।
ফুলগুলি মরে তবে উঠে গো বাঁচিয়া
পাখীগুলি গায় গান আরামে বসিয়া;
মৃতদেহে হয় তবে জীবন-সঞ্চার
ফেল সখি একবিন্দু ফেল অশ্রুধার।

শূন্য-পথে।

নিরাশ্রয় পারে কিগো স্নেহ
ভীষণ এ সংসার কাননে,
আপনার পথ চলে যেতে
একটীও বান্ধব বিহনে?

যখন পতনে বারম্বার,
অবিরাম কণ্টক প্রহারে,
সে যে আর পারে না চলিতে
পড়ি থাকে একেলা আঁধারে।

তুমি তারে নিয়ে যাও বালা
স্নেহভরে করি আলিঙ্গন,
পাপ-বিদ্ধ ভগ্নন-হৃদয়ে
ঢেলে দেও অনন্ত জীবন।

কেটে দেও মোহের বন্ধন
দিব্য-দৃষ্টি খুলে দেও তার,
নেত্রে দেও জ্ঞানের অঞ্জন
হৃদে কর প্রেমের সঞ্চার।

বিসর্জ্জন।

সরবস্ব দিয়া বিসর্জ্জন
যোগিনী সাজিলে এইবার,
আপনার বলিতে এখন
রহিল না কিছুই তোমার।

আপনা খুঁজিতে যেয়ে বালা
আপনায় দিলি জলাঞ্জলি,
সুখে যারে বরিলিরে মালা
হলি তার ক্রীড়ার পুতলি।

সুখে তার উথলিবে হিয়া
দুখে তোর ভাঙ্গিবে হৃদয়,
হাসি দিবে হাসি ফুটাইয়া
অশ্রুপাতে ঘটিবে প্রলয়।

কিন্তু এক হৃদয়-রাজ্যের
হলি আজ শুভ অধিশ্বরী,
মূর্ত্তিময়ী পবিত্র-প্রেমের
দেবী এক মনোমুগ্ধকরী।

হৃদয়-সর্ব্বস্ব-নিধি ওর
হলি আজ নয়নের তারা,
জীবনের বন্ধনের ডোর
শান্তির অমিয়াময় ধারা।

বরষার নৈশ অন্ধকারে
দীপ্তিময়ী বিজলী-বিভাস,
জীবনের দুঃখ হাহাকারে
মূর্ত্তিময়ী আশার বিকাশ।

তাপময় এ সংসারে হায়
পুণ্য-তোয়া জাহ্নবী-জীবন,
পাপময় এই বসুধায়
চিত-জ্ঞান বিবেক-দর্পণ।

সঙ্কটে সান্ত্বনা হ'লি তার
ব্যাধিকালে ভেষজ-প্রধান,
যাও বালা আজিকে তোমার
হৃদয়ের হ'ল মহাদান।

সচকিতা থাকিবি চাহিয়া
পরের মুখানি অনিবার,
'সেবা ব্রত' হৃদয়ে ধরিয়া
নয়নে ফেলিবি প্রেমধার;

খাটিতে জনম যদি তোর
সুখের কি সাজে লো বাসনা?
কর্ত্তব্য রয়েছে কঠোর
কর আগে তাহারি সাধনা।

অরপিত হাতে তোর
একটী জীবন ভার,
সুখ-শান্তি চিরদিন
বিধায়িবি সদা যার।

খেলা আজ হবে বালা
জীয়ন্ত মানুষ নিয়ে,
লীলাময় শৈশবের
এ নয় পুতুল বিয়ে।

পেয়েছিস যে রতন
রাখিস যতনে তায়,
আশ্রয়ের ভিখারিণী
আশ্রয় করিলি যায়।

একটী প্রাণের সাধ
জীবনের শত আশা,
খুঁজিতেছে আজ তোর
প্রাণময়ী ভালবাসা।

ব্যথায় হইবে তায়
প্রজ্জ্বলিত হুতাশন,
নিরাশায় ঝরিবেক
নয়নের প্রস্রবণ ;

ভগন হৃদয়ে তবে
উঠিবে লো হাহাকার,
শান্তি হীন এ আলয়
দেখিবে সে অন্ধকার।

একটুকু অযতনে
একটুকু উপেক্ষায়,
সুখের স্বপন তোর
বুঝি বা ভাঙ্গিয়া যায়।

শৈশব স্মৃতি।

মাঝে মাঝে অধরের হাসিটী লইয়া
দেখা দিয়ে যাস লো হেতায়,
স্নেহের প্রসাদে তোর তাপিত এ হিয়া
তবু যেন খানিক জুড়ায়।
খানিক ভুলিয়া থাকি যাতনা কঠোর
আয় আয় প্রাণময়ী আয় কাছে মোর।

মায়ের ছিলিরে তুই সংসার সরসে
একমাত্র সাধনার ফুল,
করেছিস কত আহা স্নেহের পরশে
আমাদের যাতনা নির্ম্মূল;
এ ঘরের ছিলি একা শান্তি-বিধায়িনী!
আয়রে নিকটে তুই জীবন দায়িনী!

দুদিনে কি ভুলে যাবি এখানের খেলা
ভালবাসা আত্মবিতরণ?
শৈশবের সুবিমল আনন্দের মেলা
হ'য়ে যাবে নিশার স্বপন?
অপরে যাচিয়া দিবি আপন অন্তর
আপনার ছিল যারা হ'য়ে যাবে পর?

তবে যে রে তামসিনী যামিনী আমার
কেঁদে কেঁদে হ'য়ে যাবে ভোর,

প্রভাতে জাগিবি যবে এ মরতে আর
দেখিবিনে কোন চিহ্ন মোর।
কেবল পড়িবে মনে, কে যেন হেতায়
করেছিল অশ্রুপাত প্রাণের জ্বালায়।

মিলন-পথে।

মিলন-জলধি-পারে কে তোমরা ওহে
পরস্পর পুলকে মগন,
ডুবে আছ নিশিদিন সংসার-বিমোহে
দিশাহারা পান্থ দুইজন?
বিষম বিলাসে হায়
মাতাইলে আপনায়
স্বপনে সত্যের ছায়া করি বিলোকন
ভুলে গেলে এ যে শুধু নিশার স্বপন।

দেখিতে দেখিতে ভানু পশ্চিম সাগরে
অই দেখ ডুবিয়া পড়িল,
ধীরে ধীরে তামসিনী জীবন প্রান্তরে
অই বুঝি দেখা আসি দিল!
প্রলয়ের প্রভঞ্জনে
পরস্পর দুইজনে
কোথা হ'তে কোথা গিয়ে পড়িবে ছুটিয়া
এ দিন যাবেনা কভু এভাবে কাটিয়া।

মহা মিলনের পথে হ'তে অগ্রসর
এ জগতে দোহারি স্বজন,
সাধনার সিদ্ধি-হেতু হ'তে পরস্পর
হ'য়ে গেল অপূর্ব্ব মিলন।
পরস্পর হাত ধরি
কোথায় যাইবে তরি
জীবনের সুদুস্তর জলধি ভীষণ,
এ যেগো দোহারি দোহে ঘটালে মরণ!

যমুনার জাহ্নবীর অপূর্ব্ব মিলন
একবার হ'ল যবে হায়,
প্রেমের প্রবাহ বুকে করিয়া বহন
পরস্পর ছুটিল দোহায়;
প্রবল সে বারিধার
কে পারে রোধিতে আর?
অনন্ত সাগরে মিশি লভিল বিরাম;
অই দেখ দেখা যায় সে আনন্দধাম।

প্রেমের কণিকা পেয়ে এতই পাগল
হ'লে যদি এ পান্থশালায়,
মহা উচ্ছ্বাসের স্রোত হইলে প্রবল
এ হৃদয় লুকাবে কোথায়?
সে আনন্দ অশ্রুনীরে
আপনায়, প্রেয়সীরে,

চিরতরে যেই দিন দিবে বিসর্জ্জন
সে দিন হইবে এক মহান্ মিলন।

স্বরগের জ্যোতি আসি পড়িবে দোহার
শ্রান্তিযুত মলিন বয়ানে,
আপনাতে আত্মহারা পরশে তাহার
চির শান্তি লভিবে নির্ব্বাণে
জীবনের সে "গোধূলি"
একবারে গেলে ভুলি
সে মাহেন্দ্র ক্ষণ আহা! সে মহা মিলন
সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত শান্তি নিকেতন।

আশীর্ব্বাদ।

সুদূর বিমানে মৃদু নক্ষত্রের হাসি
দেখেছ কি সান্ধ্য নীলিমায়,
কোকিল-কূজিত-কুঞ্জে ফুল রাশি রাশি
বিকশিত কেমন দেখায়?
জ্যোছনার পরকাশে
যামিনী কেমন হাসে
নবীন নীরদ কোলে চপলা কেমন
বিমল প্রেমের ছটা করে বিকীরণ;

তেমতি হে চিরদিন অধরে তোমার
শান্তিময়ী সুষমা-লহরী
উথলিত আজীবন থাকে অনিবার
প্রাণ ভরি এ আশীষ করি
তুইরে মাধবী, অই শান্ত সহকার
ছুটে যাও উর্দ্ধদিকে আশ্রয়ে তাহার।

আহুতি।

বিদায়ে।

বিদায়।

ভাঙ্গিয়াছে নিশার স্বপন
হুতাশন জ্বলেছে হিয়ায়,
আজ শেষ অশ্রু-বিমোচন
চিরতরে বিদায় বিদায়।

জ্বালাতন সহিয়াছি ঢের
সংসারের ধূলায় পড়িয়া,
সে সকল পাপ সন্তাপের
যাই আজ বিসর্জ্জন দিয়া।

এস আজ শেষ আলিঙ্গন
করে যাই জনমের মত,
জীবনের সুখ-সম্মিলন
হ'য়ে যাক্, পূর্ণ হক্ ব্রত।

বাসনায় দিই জলাঞ্জলি
আশায় পড়ুক ছাই হায়,
জীবনের ফুরাল সকলি
আজ শেষ বিদায় বিদায়।

অপূর্ণ রহিল কত সাধ
অকথিত র'ল কত কথা,
আজ প্রিয়ে হরিষে বিষাদ
মিলনে এ বিচ্ছেদ বারতা।

দেখা নাকি তোমায় আমায়
হ'য়েছিল সেই একদিন,
সম্মিলন আত্মায় আত্মায়
ভুলিবার নয় সেই দিন।

পথে দেখা দুজনার সাথে
পথে হ'ল হৃদি বিনিময়,
সঁপি দিলে অভাগার হাতে
আপনার সারাটী হৃদয় ;

আপনারে বিলাইয়া হায়
নিশ্চিন্ত রহিলে নিজ মনে,
ভেবেছিলে আঁধার নিশায়
সাথী এক জুটিল জীবনে ;

তারি ছায়া ধরিয়া ধরিয়া
দীর্ঘপথে হবে অগ্রসর,
তারি মুখ চাহিয়া চাহিয়া
শীতলিবে তাপিত অন্তর।

পথশ্রমে হইলে বিভল
তারি বুকে মাথাটী রাখিয়া,
একবিন্দু ফেলি অশ্রুজল
যাবে সব সন্তাপ ভুলিয়া।

ফুরাইল সে আশা তোমার
ভেঙ্গে গেল বাসনার ঘর,
আজ হ'তে ফেল অশ্রুধার
নিরাশায় জ্বলুক অন্তর।

ভুলে যাও শৈশবের খেলা
ভালবাসা আত্ম সমর্পণ,
পাষাণ অন্তরে এই বেলা
ছিঁড়ে দেও প্রেমের বন্ধন।

ফেল সখি ফেল অশ্রুজল
এস শেষ করি আলিঙ্গন,
ছিলে তুমি প্রাণের সম্বল
বিদায় এ জনমের মতন!!

বিষাদিনী।

ফুরাইল আর কেন? দেও ওগো খুলে দেও
কবরী বন্ধন,
যৌবনে যোগিনী সাজ
সে নাকি লইবে আজ,
বৃথা আর কেন বাজ
মিছা জ্বালাতন;
সীমন্তের অলঙ্কার
খসিয়া পড়েছে তার,
তাই এত হাহাকার
অশ্রু বিমোচন
এস ওগো আর কেন? খুলে দাও খুলে দাও
কুন্তল-ভূষণ।

ললাটে সিন্দুর বিন্দু আর কি সাজেলো তার
নয়ন-রঞ্জন?
যে গিয়াছে তারি সাথে
সে সুষমা এ ধরাতে
পেয়েছে বিলয় আহা
জন্মের মতন;
হইল সুন্দর কায়া
বিষাদের পূর্ণ ছায়া

মিছা আর কেন মায়া
বিফল রোদন ;
দেও ওগো মুছে দেও পাষাণ হৃদয়ে তার
সিন্দুর শোভন।

কেড়ে লও কেড়ে লও সুগোল মৃণাল ভুজে
কঙ্কণ-ভূষণ ;
সে যে উদাসিনী আর
এ বেশ সাজেনা তার,
সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি-ভার
করুক বহন,
যাতনায় অশ্রুজল
ফেলুক সে অবিরল,
ভেসে যাক্ বক্ষঃস্থল
নিবুক দহন ;
যাও ওগো কেড়ে লও সুগোল মৃণাল ভুজে
কঙ্কণ-ভূষণ।

তার পর ভাল করে সাজাইয়া দেও তারে
চির-ভিখারিণী ;
রুদ্রাক্ষ কণ্ঠের হার
রুদ্রাক্ষ বলয় তার,
জপমালা, সুকুমার
কর-বিভূষিণী,

নিশি দিন অনশন,

তৃণ-শয্যা, কুশাসন,

নিরজনে আলাপন

পুরাণ কাহিনী,

যাও ওগো দেখে যাও দুয়ারে দাঁড়ায়ে এক

যৌবনে-যোগিনী।

আহুতি।

শ্মশানে।

স্মৃতি।

বাঁচা গেল ; নিভে গেল জ্বলন্ত শ্মশান
থেমে গেল হা হুতাশ বিষাদের গান।
পুড়ে পুড়ে বুক তার হ'য়ে গেছে খাক
ঘুমিছে শ্মশান আহা ঘুমাক ঘুমাক।
সৌরভে আকুল হেথা কেনরে অনিল
আসিতেছ হেসে হেসে মৃদু-গতিশীল ?
ঘুমের আবেশে ভোর শ্মশান আমার
মিছে কেন জাগাইতে আইলে আবার ?
তুমি বায়ু আপনার হরষে বিভোর
এ চিতার আচ্ছাদনে আছে বহ্নি ঘোর।
একটু ফুকারি গেলে উঠিবে জ্বলিয়া
ঘুমে আছ আহা থাক ঘুমেই পড়িয়া।

জাগিলে কাঁদিবে বড় কি কাজ জাগা'য়ে
ঘুমিয়ে পড়েছে যদি থাকুক ঘুমায়ে।

স্মৃতির উক্তি।

আহাহা! ভুলিয়া গেলে? সে যেগো তোমায়
দিবা নিশি সযতনে রাখিত হিয়ায়!
তুমিময় এ সংসার করি বিলোকন
করেছিল তোমারেই আত্ম সমর্পণ!
আহাহা! ভুলিয়া গেলে সে চাঁদ বয়ান
প্রেমে পূর্ণ-বিকশিত সে চারু নয়ান,
সে সুষমা, সে মাধুরী, সেই সুশোভন
কান্তিময় চারুকান্তি সুন্দর গঠন!
আহাহা! ভুলিয়া গেলে সুধার নির্ঝর
পিক-কল-বিনিন্দিত সেই কণ্ঠ-স্বর!
সেই হাসি সেই কান্না সেই যে বারতা
প্রাণে প্রাণে মিশামিশি মরমের কথা!
আহাহা! ভুলিয়া গেলে? সে যেগো তোমার
এ জনমে এ সংসারে ফিরিবেনা আর!!

নীরব-কাহিনী।

নিরিবিলি বসিয়া হেথায়
হুতাশন জ্বেলেছি হিয়ায়,
কাছে কেও এস না গো;
নীরবে ঝরিছে আঁখি জল
নীরবেই ভুলিব সকল,
ফিরে কেও চেও না গো।

ধীরে ধীরে সন্তর্পণে মোর
জীবন-যামিনী হ'বে ভোর,
ততদিন পড়ে রব;
গুণ গুণ আপনার মনে
কত গান গাইব গোপনে
কাহারেও না শুনাব।
অবশেষে হ'বে যেই বেলা
সাঙ্গ এই জীবনের খেলা,
দুটী কথা রাখিও গো;
এই দেহ মিলিয়া সকলে
ফেলে দিও জাহ্নবীর জলে
ভেলা জলে ছাড়িও গো।
তরঙ্গে তরঙ্গে তার পর
চলে যাব দূর দেশান্তর,
কেও যদি খুঁজে এসে,

বুঝাইয়া বলিও তাহারে
"সে যে চলে গেছে পরপারে"
আজীবন ভেসে ভেসে !

এইখানে।

এই খানে, মনে পড়ে, এমনি সময়
হয়েছিল শেষ তার গান সমাপন ;
এই খানে অতুলন সুধা হাসিময়
ফুটেছিল শেষকথা জন্মের মতন।
পাখী গুলি তারি গান
আকাশে গাহিয়া যায়,
ফুল গুলি তারি হাসি
নীরবে হাসিছে হায় !
প্রেমিকা মাধবী অই
তারি প্রেম বুকে রেখে,
সহকারে মাথা রাখি
বিরহ স্বপন দেখে।
প্রতি হিল্লোলের সনে
মৃদুল সমীর তার,
বহিয়া আনিছে যত
দূরের সন্দেশ ভার।

চারিদিকে হেথা যেন

তারি ছায়া দেখা যায়,

নিকটে নিকটে থাকি

কাহারে খুঁজিছে হায়।

কি যেন রহিয়া গেল

অতি যতনের তার

কি যেন মিটেনি সাধ

ক্ষুদ্র অই বাসনার!

এইখানে—তাই বুঝি এমনি সময়,

তাঁরে খুঁজে পাগলিনী দুখে সারা হয়।

স্মৃতি-পথে।

মনে হয় ভুলে থাকি তবু পড়ে মনে;

জীবন্ত স্বপন প্রায়,

আজো যেন দেখি তায়,

সুখে দুঃখে সহচর সজনে বিজনে;

সান্ধ্য তারাটির মত

চেয়ে আছে অবিরত

এক দৃষ্টে আমারেই কাতির নয়নে

সুখে সে জীবন পায়

দুখে হয় আলাতন,

সে যেন আজিও মোর

রয়েছে আপন জন!
আমি কিগো ভুলে তারে
মনে করি একবার,
সে কেন আমার তরে
ফেলে তবে অশ্রুধার?

কুহু।

তুমি আজ জাগাইলে মনে
সেই গান সেই কথা
সেই মরমের ব্যথা,
ফুটিত যা তারি কণ্ঠ স্বনে।
এমনি সে বিরলে বসিয়া
গেত গান আপনার মনে,
এমনি সে আপনা ভুলিয়া
অশ্রুজল ফেলিত গোপনে;
এমনি সে ক্ষীণকণ্ঠ-স্বরে,
উহু উহু করিত কখন,
এমনি সে ব্যাকুল অন্তরে
দিবালোকে দেখিত স্বপন।
পাখী তো উড়িয়া গেল
গান কেন মনে পড়ে
শুনিলে এ কুহু কুহু
আপনি মরম ঝরে?

প্রলয়।

প্রাণাধিক প্রিয়তম প্রেমের আধার
এ হৃদয় পূর্ণ করি ছিল সে আমার।
শুধু এ হৃদয় নয় ;—সংসারে সকল
তাহারি প্রভাবে যেন ছিল সমুজ্জ্বল।
চারিদিকে চরাচর তারি সুষমায়
নয়নের স্নিগ্ধকর ছিল এ ধরায়।
অন্তরের অন্তঃপুর থাকিত কেমন
সে চাঁদের চন্দ্রাতপে দীপ্ত সুশোভন!
আরো কত কি যে ছিল সমৃদ্ধি তাহার
হৃদয় রঞ্জন গুণ শকতি-সম্ভার
সকলি নিমেষে ওগো পেয়েছে বিলয়
সে গিয়াছে—এ সংসারে ঘটেছে প্রলয়।

আকস্মিক।

সখিরে! এ জীবনের
ছিল এক ধ্রুবতারা,
তিলেক দরশে যার
হ'তেম আপনাহারা।
আকুল নয়ন-পথে
সে মাধুরী প্রাণারাম,
থাকিত বিরাজমান
নিশিদিন অবিরাম।

বাজিত নিকুঞ্জে দূরে
সে বাঁশরি নিশিদিন,
উদাস হইত প্রাণ
আকুলিত সংজ্ঞাহীন।
ছুটিতাম সে আহ্বানে
কি যেন কি ভাব ঘোরে,
পলকে ঝরিত আঁখি
নিশ্বাস বহিত জোরে।
এ সংসার ছিল যেন
সুখের নন্দন-বন,
আলোকে উজল ছিল,
স্বপ্নময় এ জীবন।
তার পর—তার পর
তার পর কালানল
জ্বলিয়া উঠিল হৃদে,
নয়নে ঝরিল জল।
সে অবধি পুড়ে পুড়ে
হইয়া গিয়াছি ছাই
অকস্মাত্ চেয়ে দেখি
আমি আর আমি নাই।

———

সে যদি গো ফিরে আসে।

সে যদি গো ফিরে আসে
একবার হৃদি বৃন্দাবনে
দেখা হ'লে নয়নে নয়নে
মুখপানে চেয়ে হাসে!
এতদিন কাঁদিয়াছি বোলে
ডেকে লয় প্রেমময় কোলে
ততোধিক ভাল বাসে!
শতবার চুম্বনে আমার
খুলে দেয় আঁখির দুয়ার
অশ্রুজলে শুধু ভাসে!
প্রেমভরে করি আলিঙ্গন
করে কত প্রেম সম্ভাষণ
সুমধুর প্রিয় ভাষে!
হৃদয়ের যুড়িয়া আসন
থেকে যায় জন্মের মতন
এ আমার ভগ্ন বাসে!
সে যদি গো ফিরে আসে!

সে যদি গো আসে ফিরে।

সে যদি গো আসে ফিরে
তবে আমি কহিবনা কথা,
জানা'বনা কোন মোর ব্যথা,
ভেসে রব অশ্রুনীরে।
ম্লান মুখ করিয়া আঁধার
প্রতিশোধ লইব এবার ;
আসিবে সে ফিরে ফিরে—
কত সেধে যাবে তার দিন
কত কেঁদে হইবে মলিন
আমারেই ঘিরে ঘিরে।
একটুকু আদরের তরে
কত ব্যথা পাবে সে অন্তরে,
মুখে তারি পড়িবে আভাস ;
আমি রব বিষাদে গম্ভীর
নয়নে ঝরিবে শুধু নীর ;
—পুড়া মান এখনো আলাস্ ?

নীরবে।

ফুলতো ফুটিয়াছিল,
কেনগো ঝরিল হায় ?
গাইতে গাইতে পাখী
কেন বা উড়িয়া যায় ?

মৃদুল পবনে শুধু
একটু আঘ্রাণ তার,
বনে বনে ফুটে ফুল
করিতেছে সুপ্রচার।
সুদূর গগনে অই
সে গানের প্রতিধ্বনি,
শূন্য পথে ঘুরিতেছে
কাহার সন্ধান গণি;
শুধু মাঝে মাঝে এসে
তারি উথলিত ঢেউ,
হৃদয়ে জাগায়ে দেয়
গান গেয়েছিল কেউ।
প্রকৃতির নীরবতা
দেখিলেই মনে হয়,
নীরবে ফুটিয়া ফুল
নীরবে ঝরিয়া যায়।

ললনা-হৃদয়।

জানিতাম আমি, আহা!
কেমন হৃদয় তার,
কত দুখে নিশি দিন
ফেলিত সে অশ্রুধার!

প্রতি নিশ্বাসের বায়ে,
নীরব নয়ন জলে,
কত কথা হৃদয়ের
সে আমায় দিত বলে!
আত্মহারা দৃষ্টি তার
কমল-নয়ন-কোণে
নিশি দিন শত ব্যথা
জানাইত নিরজনে।
একটুকু আশ্রয়ের
ছিল সে যে কাঙ্গালিনী,
একটুকু প্রণয়ের
দীনহীনা ভিখারিণী!
একটুকু ফিরে চাওয়া
একটু আশ্বাস দান,
তাতেই সে আপনায়
করিত কৃতার্থ জ্ঞান।

পরিত্যক্ত।

একদিন যদি হায় ছিলাম তোমার
হৃদয়-সর্ব্বস্ব-নিধি প্রীতি-পারাবার;
নয়নের স্নিগ্ধতারা অঞ্চলের ধন
আশার সরসে ফুল কুসুম-রতন;

পিপাসায় শান্তিজল, ব্যথায় সান্ত্বনা,
শোকে আষাঢ়ের ধারা, সুখে অশ্রুকণা,
এক দিন যদি হায় ছিলাম সকলি
কেমনে নিমেষে সব দিলে জলাঞ্জলি!
উপেক্ষায় গেলে ফেলে, পশ্চাতে আমায়
অলক্ষে আপন পথে গেলে চলে হায়;
ভাল দিলে প্রতিশোধ ভাল বাসিবার
এই বুঝি ছিল শেষ অন্তরে তোমার?

দেবতা।

তুমি দেবী মূর্ত্তিময়ী, এ মরত ভূমে,
কলুষিত এ দুর্গমে কেন তবে এলে?
সাধ ক'রে সংসারের পড়ি শোক-ধূমে
কিবা সুখ কি অমৃত বল আহা! পেলে?
তুমি স্বরগের বালা, শ্মশান আলয়
সাজে কি তোমার দেবি! দুঃখ জ্বালাময়?

দীর্ঘ পর্য্যটনে এই জীবন-প্রান্তরে,
কণ্টক-কঙ্করপূর্ণ সঙ্কীর্ণ পন্থায়,
অন্ধকার বিভীষণ বিজন কন্দরে,
কত কি লাঞ্ছনা দেবি! ঘটে পায় পায়।
তুমি পূর্ণ কোমলতা, সুষমার স্থান,
এ যে গো সংসার ভীম বজ্র পাষাণ।

এ যে গো শ্মশান, আহা! ত্রিতাপে ভীষণ।
অই শোন, পিশাচের বিকট নিনাদ,
অই শোন কালান্তক অহির গর্জ্জন
অই দেখ মূর্ত্তিময় অনন্ত বিষাদ,
প্রেমের পুতলি তুমি আনন্দরূপিনী,
মরতে বহিলে কেন পূত-মন্দাকিনী।

বিধির বিধান! আহা আঁধার নিশায়
একটী প্রদীপ যদি শিয়রে না জ্বলে,
বিজনে একাকী প্রাণী কাঁদিয়া ঘুমায়,
ভয়েতে বিহ্বল চিত্ত স্বপনের কোলে;
স্বপনেতে হয় তার দুখের যামিনী—
অধিক ভীষণতরা যাতনা-দায়িনী।

কিম্বা শুষ্ক মরুভূমে বালুকা শয্যায়,
আকুল পথিক কোন তৃষায় বিভল,
করে যবে হাহাকার ঘোর যাতনায়
নিরাশায় ফেলে শুধু নয়নের জল;
অদূরে সলিল-চিহ্ন না দেখিলে হায়
আতঙ্কে জীবন্মৃত হয় এ ধরায়।

পাপে তাপে কলুষিত মানব যখন
সুদীর্ঘ জীবন পথ সম্মুখে হেরিয়া
ত্রাসিত হৃদয়ে করে অশ্রু বিমোচন,
যাতনার শত চিতা বুকেতে চাপিয়া,

সন্তাপিত সে হৃদয়ে পরশে তোমার
নিমিষে উথলি উঠে সুখ পারাবার।

ভারত-ললনা।

প্রাণ তার ভালবাসা, সতীত্ব-ভূষণ,
মহাব্রত পর-সুখে আত্ম-বিসর্জ্জন।
প্রণয়-প্রতিজ্ঞা-পূর্ণ হৃদয়-মন্দির
পবিত্র প্রতিমা তাহে বিরাজে পতির।
প্রেম-ভক্তি পারিজাত দিয়ে উপহার
নীরবে সে মূর্ত্তি দেখে ইষ্ট দেবতার।
সে প্রাণে যে প্রাণ তার রয়েছে জড়িত
তারি প্রেমে হ'য়ে আছে আপনা-বিস্মৃত।
নিশি দিন সশঙ্কিত বিচ্ছেদের ভয়
জাগরণে স্বপনের করে অভিনয়।
থাকি থাকি কাঁপি উঠে, সরম-ভূষণ
নীরবে অলক্ষে কেও করে উন্মোচন!
মমতায় বিশ্ব-প্রাণ, স্বভাব সরল
ধরমে বিশ্বাস আছে নিয়ত অটল।
ব্রত ধর্ম্ম যাহা কিছু পতিই তাহার
প্রেমে দেখে পূর্ণ ছায়া বিশ্ব-বিধাতার।

তার লাগি পারে সে যে জ্বলন্ত চিতায়।
জীবন্ত আহুতি দিতে তুচ্ছ আপনায়;
তারি মুখ চেয়ে শত দুঃখ জ্বালাতন
নীরবে ভুলিয়া থাকে জন্মের মতন।

আহুতি।

যাত্রা-পথে।

অনুভূতি।

যা ছিল সকলি গেছে কি আর রাখিলে হে
সংসারে আমার—
হৃদ্‌পিণ্ড বিদারিয়া
কাড়িয়া লইলে হিয়া,
অনুভূতি রেখে গেলে পশ্চাতে তাহার ;
জ্বালাইতে বুঝি তুমি এ বিধি করিলে হে
সংসারে প্রচার।

নৈরাশ্য।

বড় সাধ যায়
কাঁদি সদা বিজনে বসিয়া
আপনারে মোর
নিয়তির হাতে অরপিয়া।

বাসনা-নিগড়
ছিঁড়ে দিই জনমের তরে,
করম-বিহীন
পড়ে থাকি সংসার-কন্দরে।

স্নেহের বন্ধন,
প্রণয়ের মিছা অভিনয়,
ভুলে যাই সব
সংসারের দাবী দেনা ভয়।

আশার সরসে
যে কয়টী সাধনার ফুল
ফুটেছিল, সব
ছিঁড়ে দিই সন্দেহে আকুল।

গুন্ গুন্ ব'সে
গাই শুধু মরমের গান,
প্রাণের ভিতর
যাতনার জ্বলুক শ্মশান।

ভগন-হৃদয়ে
এমন ক'দিন কাটে আর?
উত্থান পতন
আজীবন হ'ল বারম্বার।

দেখিতে দেখিতে
কত আশা পাইল বিলয়,
নিমেষের মাঝে
ঘটিল বা কত বিপর্য্যয়।

এ ভাবেই যদি
এ জীবন যাইবে আমার
জলুক অন্তরে
হুতাশন তীব্র নিরাশার।

লক্ষ্য-হীন।

নিয়তির কূট-চক্রে সংসারে যখন
খুলে যায় একবার হৃদয়-বন্ধন,
লক্ষ্য-হীন, দিশাহারা—অজ্ঞাত পন্থায়
ব্যথায় ব্যথিত নর কোথা চলে যায়!
কোথা যায়—কিযে চায় না পায় খুঁজিয়া
ঘুরে শুধু চারিদিক লক্ষ্য হারাইয়া।
সংসার শ্মশান তার বিষাদে মলিন
বর্ত্তমান, ভবিষ্যত, আঁধারে বিলীন।
প্রজ্জলিত থাকে হৃদে বিষম দহন
চারিদিকে অন্ধকার করে বিলোকন।
মর্ম্মন্তুদ যাতনায় প্রাণের সম্বল
অশ্রুজল হেথা তার শুধু অশ্রুজল।

অপহৃত।

হৃদয়ের মাঝে, যেথা
অযুতে ফুটিত ফুল,
অনিল বহিত সুখে
সৌরভেতে সমাকুল ;
কুহরিত কুহু কুহু,
বসন্তের পিকরাজ,
পাপিয়া পঞ্চমতানে
বসুধায় দিত লাজ ;
বহিত তটিনীকুল
কুল কুল নিশিদিন
প্রাণের দেবতা এক
ছিল যাহে সমাসীন ;
হৃদয়ের মাঝে, সেথা
বলিতে বিদরে প্রাণ ;
পড়ে গেছে ফাক্ আর
পূরিলনা শূন্য স্থান !
অপহৃত যাহা কিছু
ছিল আদরের মোর
স্বপন ভাঙ্গিল, দেখি,
যামিনী হয়েছে ভোর।

আমন্ত্রণ।

দেখে যাও পান্থবর! এখানে আমার
সাধের কানন এক ছিল সুখ-সার ;
ফুটিত প্রসূন, কত গুঞ্জরিত অলি
বহিত মলয় বায় প্রেমে ঢলি ঢলি ;
নিবিড় নীরেন্দ্রে হেরি কলাপি-নর্ত্তন,
এখানেও হ'ত কত পতত্রি-শিঞ্জন।
এখানেও ছিল এক মানস-সাগর
কণক-কমল যাহে ফুটিত সুন্দর !
এখানেও পারিজাত ছিল সুশোভন
অপ্সরার অনিন্দিত কুন্তল ভূষণ!
দেখে যাও পান্থবর,সাধনার কত
সে কানন হ'য়ে গেছে ভস্মে পরিণত।

প্রভঞ্জনে।

একদিন ফুল্ল মনে বসন্ত উষায়
ছিনু মত্ত ফুল-বনে প্রমোদ খেলায় ;
হয়েছিনু আত্মহারা মলয়ের বায়ে,
কুজ্‌ঝটি রেণুর মত আপনা মিশায়ে।
হেন কালে কোথা হ'তে পশিল হিয়ায়
তরুণ-অরুণ-জ্যোতি মধুর উষায়!

সহসা মধুপ কুল করিল ঝঙ্কার
গাইল বিহগ, প্রেমে পূরিল সংসার!
চেয়ে দেখি প্রাণ পূর্ণ তাহারি ঘটায়
উথলিত আলোকিত বিমল-বিভায়!
কিন্তু সখে! চিরদিন থাকেনা কখন
অবিচ্ছিন্ন মানুষের সুখের স্বপন।
সহসা বহিল তাই প্রলয়ের বায়
হয়ে গেছি ভগ্ন-প্রাণ তাই এ ধরায়।
বৃন্ত-চ্যুত ফুল কটী রয়েছে পড়িয়া
ভগ্ন-শাখ তরু-গুলি আছে দাঁড়াইয়া;
নাই আর কোন চিহ্ন এখানে আমার
ছিল যে কানন এক বড় সাধনার।

অসহায়।

সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া
শিথিল অবশ অঙ্গ হিয়া,
আমি আর পারিনা চলিতে;
দীর্ঘ পথ সম্মুখে আমার
জানিনা কেমনে হ'ব পার,
জীবনের এ দুখ নিশিতে।
কেও বুঝি নাই হেথা আর
সহযাত্রী পথিক আমার
—অন্ধকার বিজন পন্থায়

চারিদিক বিভীষিকাময়,
আমি কি গো আছি এ সময়
পড়ে হেথা একা অসহায় ?
এত দূর, এত দূর দেশে
অবহেলে পড়িলাম এসে ;
কোথা মোর স্বদেশী স্বজন ?
এ আঁধারে দেখি অসহায়
কে লইবে ডাকিয়া আমায়
দিব্যপথ করি প্রদর্শন।

এতদূর।

এতদূর মানব-জীবন
ঘুম-ঘোরে হয় অচেতন ?
এতদূর স্বপনে আবার
আত্মহারা হয় বারম্বার ?
জাগাইলে না মেলে নয়ন,
শুধাইলে না কহে বচন ;
জীয়ন্তের মৃত্যু-অভিনয় !
এতদূর ঘটে বিপর্য্যয় ?

শৈশব-স্বপন।

সে ছিল প্রাণের এক দুর্দ্দম পিপাসা
আপনাকে ভুলে গিয়ে পরে ভাল বাসা।
আপনার সুখ ভুলে পরের কারণ
দিবানিশি নিরজনে অশ্রু বিসর্জ্জন;
আপনায় হারাইয়া আত্মীয় সন্ধান
কল্পনায় বাসনার প্রতিমা নির্ম্মাণ;
সে সব গিয়াছে; তবে এখন তখন
জাগে স্মৃতি, অতীতের নিশার স্বপন।
মনে হয় কত কিছু, শঙ্কায় পরাণ
কাঁপে, কভু হই লাজে আনত বয়ান;
কত কিছু কাল চিহ্ন পড়েছে হিয়ায়
মুছিল না আর বুঝি মুছিবে না হায়।
এ পাপের মার্জ্জনা কি পাইব কখন?
সে সব ছিল যে মোর শৈশব স্বপন!

অব্যক্ত।

তোমায় বলিব বলে ভেবেছি যখন,
মাথায় হইত শত অশনি পতন;
ভয়ে প্রাণ থর থর কাঁপিত আমার
আকুল হ'তেম ভেবে দুর্গতি অপার

ভাবিতাম, একদিন জানিবে যখন,
কতদূর অভাগার হয়েছে পতন,
ঘৃণাভরে যাবে চলে থুথু ফেলে গায়
নরকের কৃমি ভাবি তীব্র উপেক্ষায়।
অনুতপ্ত হবে তিল ভাল বাস বলে
আপনায় হেয় জ্ঞান করিবে বিরলে।
শ্মশান চাপিয়া বুকে যত কষ্টে হায়
কাটায়েছি এ জীবন বুঝান না যায়।
ফেটে গেল বুক তবু মুখ ফুটিল না
প্রাণেই রহিল যত প্রাণের যাতনা।

হেথায়।

ভাল বাস? তাই ঢের মোর;
আর কভু এস না হেথায়,
পূতি-গন্ধময় এই ঘোর
নরকের চতুর সীমায়;
দূরে থাক ছুঁই(ও) না আমায়
পড়িও না জ্বলন্ত শিখায়।

কলুষিত অশান্তি অনিল
হেথা মোর বয় চারিধারে
বিষদিগ্ধ প্রপীড়ন-শীল
মানুষের জীবন সংহারে!

একবার করিলে সেবন
সাবধান! নিশ্চয় মরণ।

চেয়ে দেখ অন্তরে আমার,
বিষ-বহ্নি জ্বলেছে ভীষণ,
কোন মতে নাহিক নিস্তার
হেথা এসে পড়িলে কখন;
থাক থাক দূরেই হোথায়
সাবধান ছুঁই (ও) না আমায়।

সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে
হেথা আমি ফেলি অশ্রুজল,
অনুতপ্ত ব্যথিত হৃদয়ে,
ভুঞ্জি নিজ দুষ্কৃতির ফল;
তোমাদের বলি বার বার
হেথা এসে কাজ নাই আর।

সান্ত্বনার নহে এই কাল
ফিরিবার গিয়াছে সময়,
কেন বৃথা বাড়াও জঞ্জাল?
জ্বলুক এ সন্তপ্ত হৃদয়;
ডাকিতে এস না হেথা আর
মিছা আশা করি ফিরাবার।

অথবা শুনেছ দূর হতে
হাহাকার করুণ রোদন,
পারিলে না তাই স'য়ে র'তে,
আসিয়াছ করিতে মোচন,
দুখ জ্বালা হ'তে অভাগার
দিতে স্থান প্রেমের ছায়ায় ?

ফিরে যাও ; পাপীর ক্রন্দন,
রাক্ষসের কুহকে জড়িত ;
কেন হেথা আসি অকারণ
হ'তে চাও নিজে প্রবঞ্চিত ?
থাক থাক দূরেই হোথায়,
কাছে মোর আসিওনা হায়।

চিরতরে দেও ফেলে ছিঁড়ে,
প্রণয়ের প্রীতির শৃঙ্খল
বরষণ কর এই শিরে,
উপেক্ষার সুতীব্র গরল।
ভুলে ফেল, কখনো বা শেষে
আকর্ষণে হেথা পড় এসে!

উদাস পরাণ।

কি যেন কেমন মোর উদাস পরাণ;
নিষ্ক্রিয় অলস-প্রায়
নিশি দিন কেটে যায়,
জীবনের লক্ষ্য কিছু না করে সন্ধান;
যেন এ সংসারে তার
কিছু নাই বাসনার
যেন এখানের খেলা হ'ল অবসান!
আশা নাই—তৃপ্তি নাই
চঞ্চল অধীর তাই
দিশাহারা কোন দিকে করিছে প্রয়াণ!
মরনের গীত গেয়ে
কেবলি চলেছে ধেয়ে,
জানে না কোথায় শেষ হবে তার গান
কি যেন কেমন মোর উদাস পরাণ!

কোথায়।

সারানিশি বনে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া
অবশ অলস প্রাণ;
বিজনে একেলা, বসিয়া হেথায়
কেন গো গাইছে গান?

কে বুঝিবে আজ, হৃদয়ে আমার
জলে কি দারুণ ব্যথা,
কে জানিবে কত, লুকান বিষাদ
মরমে রয়েছে গাথা ?

প্রচ্ছন্ন সন্তাপ, বুকের ভিতরে
বিতরে যাতনা কত
বুঝাবার নয়, কেমনে বুঝাব
জুড়াব প্রাণের ক্ষত ?

মনে হয় যেন, পারিতাম যদি
দুখে দ্রবীভূত প্রাণ,
ঢালি দিতে কারো, স্নেহের সাগরে ;
মাথাটী রাখিতে স্থান

পাইতাম, তবে, ভগ্ন হৃদয়ের
এ ঘোর বড়বানল
নিমেষে যাইত, নিবিয়া আমার
থামিত নয়নে জল !

সংসার খুঁজিয়া, দেখিলাম তাই
কেও কি সুহৃদ আছে,
প্রাণের উচ্ছ্বাস, উথলি উঠিলে
যাইব যাহার কাছে ?

কত জন এল, হইল বা কত
হৃদয়ের বিনিময়,
আমারি মতন, বেদিয়া বণিক
দিল এসে পরিচয়;

প্রাণের বেদনা, প্রাণেই রহিল
হৃদয়ের ক্ষত বাড়িল আরো,
নয়নের জল, নয়নে শুকালো
টলিলনা হৃদি তবুও কারো!

ঠেকেছি, শিখেছি, বুঝিয়াছি তাই
এ পথে জীবন চালান ভার,
ভগন হৃদয়ে, সাঁঝের সময়
ফিরিব মনন করেছি সার।

নিবৃত্তির আত্মহত্যা।

তোমাদের সাথে
যদি তার হয় কোথা দেখা,
বলো মনে করে
আমি তার পড়ে হেথা একা।

কত দিন আজ
শুনি নাই আশ্বাস বচন,
আলিঙ্গনে তার
জুড়ায় নি তাপিত জীবন।

নয়নের জলে
ভাসি নাই উভে উভয়ের,
হাসির হিল্লোল
বহে নাই অধরে দুয়ের।

সে দিন যখন
উপেক্ষায় আইলাম চলে,
বিষাদে বয়ান
ছিল তার আবৃত অঞ্চলে।

কম-কণ্ঠে অই
ফুটেছিল শেষ আকিঞ্চন,
"চলিলে কি তবে
জীবিতেশ জন্মের মতন ?"

হয়ে গেছে হায়
কত শত যুগ যুগান্তর
বাজিতেছে প্রাণে
আজো যেন সেই কণ্ঠ-স্বর।

এত দিন তার
পাই নাই প্রেম-পরিমাণ,
আঁধারে পড়িয়া
বুঝিয়াছি আলোর সম্মান।

সে কি বেঁচে আছে
এতক্ষণ আমারে ছাড়িয়া,
হয়'তো বা কোথা
গেছে চলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

উদাসিনী বেশে
কোন বনে লয়েছে আশ্রয়,
উদ্বন্ধনে প্রাণ
দিয়াছে বা হ'তেছে সংশয়।

সে যে ছিল মোর
পরাণের শৈশব সঙ্গিনী,
সান্ত্বনার স্থান
নিরমল সুখ-বিধায়িনী।

কণ্টক প্রহারে,
ক্ষত দেহ অবসন্ন প্রাণ,
ফিরিলাম যদি
পাইব কি তাহার সন্ধান?

শব-সাধন।

এ কেবল অশ্রু-বরষণ,
মরমের শুষ্ক হাহাকার,
হতাশের প্রলাপ বচন,
খেলা লয়ে জ্বলন্ত অঙ্গার।

ভুলেছি যা তাহারি আবার
হ'বে আজ পুনরুদ্বোধন,
করিব গো জ্বলন্ত চিতায়
আজ শেষ আহুতি অর্পণ।

শ্মশানের ভস্ম-রাশি লয়ে
আজ আমি মাখাইব গায়,
উদাসীন উন্মাদের বেশে
শেষ গান গাইব ধরায়।

মুষ্টি-ভস্মে শবদেহ গড়ে
আজ তারি করিব সাধন,
পূত ব্রহ্ম-মন্ত্র উচ্চারণে,
দিব তায় অনন্ত জীবন।

সাধনায় সিদ্ধি যদি হয়?
কে জানে তা হবে কি না হ'বে—
হতাশের প্রলাপ বচন
কে শুনেছে সত্য হয় কবে?

স্বপ্ন।

আমার এ সুখের স্বপন
ভাঙ্গেনা ভাঙ্গেনা যেন ভাঙ্গেনা কখন।
ভগ্ন হৃদয়ের মোর
এযে গো বন্ধন ডোর!
মরমের যত কথা
এ সূত্রেই আছে গাথা—
এ গ্রন্থি ছিঁড়িলে শেষ হইবে জীবন।
একটু আরামে আছি
কাছে এরি থেকে থেকে,
একটু ঘুমাতে দাও
তারি বুকে মাথা রেখে।

কে।

হুতাশন কে জ্বালায়ে দিল
পরাণের নিভৃত গুহায়?
অনন্ত এ পিপাসা আমার
ধীরে ধীরে কে হৃদে জাগায়?
কে আমার শ্মশানে বসিয়া
শব-দেহ করিছে সাধন,
বাজাইল কে অই গহনে
সহসা এ বাঁশরি বাদন?

ওগো! তুমি থাম, দেখ চেয়ে
এ নরক, পুরীষাদিময়;
এখানে সান্ত্বনা দেবী কভু
স্বরগের শান্তি অভিনয়।

সে।

সে কেমন সেই জানে;
হৃদয় দর্পণে তার,
হয় জানি এ জগত
প্রতিভাত হয় অনিবার;
সে মাধুরী আপনায়
লুকায়িত থাকে প্রায়,
সে ফুল আপন গন্ধে
আপনি মজিয়া রয়,
সে হাসি আপন রসে
আপনিই উছলয়।

শেষ।

ভাল করি সাজাইয়া তারে
যাওগো—
সঙ্গে দিয়ে পাথের সম্বল
যাওগো।

দীর্ঘ-যাত্রা করে সে এবার
দেখলো—
সে যে আজ জনমের তরে
চলিলো!
আশীর্ব্বাদ বরষি মাথায়
দেও তারে চরম বিদায়।

আহুতি।

আদর্শ-প্রেমে।

তুমি।

তুমি এক হৃদয়ের বাঞ্ছিত রতন
আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি-হেতু শান্তির কারণ;
তুমি এক পরাণের দেবতা আমার
পিপাসিত কণ্ঠে ধারা স্বর্গীয় সুধার;
তুমি প্রেম প্রবাহের পূত প্রস্রবণ
প্রাণারাম সুবিমল সুখ নিকেতন;
তোমারি তোমারি লাগি,
হয়েছি সর্ব্বস্ব ত্যাগী
দীনহীন আপনায় করেছি এমন।
পাপী নরাধম বলে
উপেক্ষায় যাবে চলে?
হৃদয় দলিয়া যাবে জন্মের মতন?
তবে যেগো এ সংসারে
চাহিবে না কেও ফিরে,
উপেক্ষিত, অশ্রুনীরে থাকিব মগন!!

সেই দিন।

জীবনের সেই দিন ভুলিব না আর,
স্মৃতির সাধনা-প্রিয় সে মাহেন্দ্রক্ষণ,
যে দিন নয়ন কোণে প্রেম-অশ্রুধার
প্রথম ঝরিয়াছিল তোমার কারণ।
সে দিন সে দিন প্রিয় ছিল একদিন
প্রণয়ের জন্মতিথি পবিত্র নবীন।

বাসনা বিহীন হ'য়ে সে দিন তোমায়
না জানি কেমনে প্রাণ করি সমর্পণ
উদাসীন হ'য়ে আজ ফিরিছি ধরায়
আত্ম-হারা, মণিহারা ফণীন্দ্র যেমন।
সুখ দুঃখ যত কিছু জন্মের মতন
সে দিন দিয়াছি আহা! চির বিসর্জ্জন।

সেই দিন হ'তে আমি হ'য়েছি পাগল
অলক্ষে তোমারি পানে রয়েছি চাহিয়া
শয়নে স্বপনে ধ্যানে তোমারে কেবল,
ডাকিছি নীরবে নাথ পরাণ ভরিয়া।
সে দিন আমার আমি গেছে হারাইয়া
সেই দিন হ'তে আমি বেড়াই কাঁদিয়া

মনে পড়ে, সেই দিন যখন তোমায়
ঘুম-ঘোরে একবার দেখিনু স্বপনে

মহা উচ্ছ্বাসের স্রোত বহিল হিয়ায়,
বাজিল স্বরগ ডঙ্কা মরত ভুবনে।
ভাবিলাম আমি বুঝি হয়েছি পাগল
কল্পনায় আত্মহারা প্রমোদে বিভল।

সুখ নিশি অবসান হইল আমার!
ভাঙ্গিল স্বপন আহা! ঝরিল নয়ন,
চারিদিক দেখিলাম যেন অন্ধকার
কুয়াসা-আচ্ছন্ন কিম্বা কেমন কেমন।
তেমন সরল ভাব তেমন বাসনা
আর ফিরিবে না বুঝি আর ফিরিল না।

আকর্ষণ।

দিবানিশি সঙ্গোপনে তোমারি কারণ
হৃদয়ে হৃদয়ে বয় প্রেম প্রস্রবণ;
কণক-কুসুমাঞ্জলি চরণে তোমার
দেই গাঁথি প্রণয়ের পারিজাত-হার;
অন্তরের অন্তরালে দেখিয়া তোমায়
মাঝে মাঝে ঝরে আঁখি অজস্র ধারায়,
তুমি দূরে স্বর্গপুরে আছ বিরাজিত
আমি হেথা নরকের কৃমি বিড়ম্বিত;
কত ব্যবধান! কিন্তু আত্মায় আত্মায়
কি যেন বন্ধন ঘোর রয়ে গেছে হায়;

দূরে দূরে যত দূরে করিছি প্রয়াণ
এ শৃঙ্খল বেড়ে যায় অটুট পাষাণ;
কি মধুর প্রিয়তম প্রেম-আকর্ষণ
তোমার তোমার প্রিয় তোমারি কারণ।

সঙ্গোপন।

ছি, ছি, ছি, লজ্জার কথা, প্রেমের চুম্বন
করিবে আমায় তুমি এখন তখন;
আমিও যাইব সেই সোহাগে গলিয়া
দেখিব ও মুখখানি পরাণ ভরিয়া?
গাইব প্রণয় গান, হাসিবে যখন;
হাসিব, করিব কত প্রেম সম্ভাষণ;
সংসারের পাপ চক্ষু আড়ালে থাকিয়া
দেখিবে এ প্রেম-লীলা হাসিয়া হাসিয়া?
এ নাথ পবিত্র প্রেম, লজ্জা আভরণ
নবীন প্রেমের এই কুসুম-ভূষণ।
তাই বলি ছেড়ে দেও থাকুক গোপন,
আমার এ প্রেম নাথ, মধুর মিলন।
বারেক সংসারে ছুটী যাই একবার
অনেক করিতে কাজ রয়েছে আমার।
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমা করি আলিঙ্গন,
সকলি করিব মোর কর্ত্তব্য সাধন।

গৃহকাজ শেষ করি আসিব ছুটিয়া,
আবার ও বুকে মোর মুখ লুকাইয়া,
কাঁদিব প্রেমের কান্না নীরবে তখন
দেখিবেনা কেও তবে সে সুখ মিলন।

উচ্ছ্বাস।

কি বলিব প্রিয়তম কি বলিব আর
কতই যে মধুরতা
সুখ প্রেম পবিত্রতা,
কতই যে নিরমল সুধার ভাণ্ডার,
কতই সুন্দর হায়,
প্রেমমুখ বসুধায়
নয়নের স্নিগ্ধকর প্রীতির আধার
বলিব কি প্রিয়তম নহে বলিবার।

লেগে আছে অই রূপ নয়নে নয়নে,
তোমারও প্রেমপ্রীতি
মধুর প্রণয়-গীতি
পারিব না পাশরিতে এমর জীবনে।
ওই হাসি ওই মুখ,
ওই শান্তি ওই সুখ,
ওই যে সরল ভাব প্রতি আলাপনে
ভুলিবার নহে দেব ভুলিব কেমনে?

সতৃষ্ণ নয়ন আগে মুরতি তোমার
কত যে সুন্দর হায়
বলি কি বুঝান যায়
কল্পনায় অনুভূতি না হয় তাহার ;
তিলেকের দরশনে
তিলেকের সম্মিলনে,
তিলেকের আলিঙ্গনে কি বলিব আর
উথলি উঠেছে হৃদি প্রীতি-পারাবার।

যেওনা।

তুমি যদি থাক দূরে না জানি কেমন
পরাণ অধীর হয় বড় উচাটন ;
আপনি নয়ন ধারা ঝর্ ঝর্ ঝরে
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু বহে এ অন্তরে ;
সঘন কাঁপিয়া উঠে হৃদয় আমার
নিখিল জগত হেরি সকলি আঁধার ;
তাই বলি একা ফেলে যেওনা আমায়
ভীষণ নিরাশা-পূর্ণ দুখের ধরায় ;
নিকটে থাকিও সদা, রেখ করি কোলে
সঘন চুম্বন দিও পাষাণ কপোলে,
নয়নে ঝরিলে জল দিও মুছাইয়া
অমনি প্রাণের ব্যথা যাইব ভুলিয়া ;

আড়ালে লুকায়ে থেকে আর কাঁদা'ওনা
আমায় কাঁদাতে গিয়ে নিজেও কেঁদোনা"
জান তো স্বভাব ? যদি কাঁদি একবার
সহজে হাসিটী মুখে ফুটেনা আমার।

নবীন-তপস্বিনী।

সে আছে, কাছেই আছে, যায় নাই বেশী দূর,
এত যে অধীর হও মানুষে বা বলে ফেলে
"নবোঢ়া কুলের বধূ এত নির্লজ্জতা তোর
দুদিনে স্বামীর প্রেমে মজেছিস্, অবহেলে
সংসারের নিন্দা কিম্বা সমাজ-শাসন-ভয়
তুই রে চপলা বালা—বেশী তত ভাল নয়।"

যদি কেও দেখে ফেলে মরমে যাইবি মরি
সরমে লাজুকা মেয়ে হয়ে যাবি দিশাহারা ;
উপহাস যদি এসে করে কেহ হাত ধরি ;
বালিকা স্বভাব তোর কাঁদিয়া হইবি সারা,
কথাটীও ফুটিবেনা নীরব নয়নজল
বলে দিবে কেন তুই হয়েছিস্ সচঞ্চল।

বাঁধা চাই ; তা না হলে প্রেমে কিলো সুখ আছে ?
মাঝে মাঝে দূর হতে আড়ালে লুকায়ে থেকে

চুপি চুপি মুখখানি দেখিস্, দেখিস্ পাছে
সংসারের কেও যেন খেলা তোর নাহি দেখে;
ক' দিন? এ প্রেম তোর গভীর হইবে যবে
লাজ নিন্দা অপমান তখন কোথায় রবে?

অধিকার।

ঠিক কথা; এক আধটু ভাল বাসি বলে
নাই কিছু অধিকার তোমার উপর;
নিশিদিন এত কথা তোমায় তা হ'লে
সহিতে হ'তনা নাথ কভু নিরন্তর।
আমার তো ভালবাসা এখন তখন
টলে যায় কমে যায় কত শত বার;
তুমি ভাল বাস, তেই দেই জ্বালাতন
তাতেই তোমার 'পরে আছে অধিকার।
কিছুতে এ অধিকার যাইবার নয়,
ভাল বাস, তাই এত পেয়েছি প্রশ্রয়।

নিদর্শন।

ভাল ভাল! কাঁদান কি স্বভাব তোমার?
সুখী হও মানুষের শুনি হাহাকার?
তা না হ'লে যত কাঁদি তুমি তত হাস
অথচ জানাও যেন কত ভাল বাস।

যতই আকুল আমি, তুমি তত স্থির,
নিশ্চিন্ত, আনন্দ, পূর্ণ, প্রশান্ত, গভীর।
বুঝিনা কেমন প্রেম, প্রণয় তোমার
কেমন বা ভাল বাসা, কেমন ব্যভার;
আমি কিন্তু কাঁদিয়াই সুখ পাই বড়,
তাতেই তোমার লাগি কাঁদি নিরন্তর।
একদিন বিরাজিবে হৃদয়ে আমার;
তখন বলিব নাথ! কত অশ্রুধার,
ফেলিয়াছি নিরজনে তোমার কারণ
তুমি বা হেসেছ কত শুনি সে রোদন।
সে দিন সে দিন দেব! হইবে কেমন
বুকে এ অশ্রুর নদী প্রেম-নির্দশন?

প্রতীক্ষা।

দূরে দূরে তুমি কোন্ পুরে,
করিতেছ সুখে বিচরণ,
তৃষায় আকুল হেথা আমি
বসে আছি তোমার কারণ।

কতক্ষণ আছি প্রতীক্ষায়
অনিমেষ চেয়ে পথ পানে,
পরাণের দেবতা আমার
অধিষ্ঠিত হইবে পরাণে।

পেলে তোমা পলকে হারাই,
হেরি আঁখি তিরপিত নয়,
একবার ক্ষণেকের তরে
হেথা আসি জুড়াও হৃদয়।

হুনয়নে দেখিব এবার
যোগী-জন-মোহিনী-মূরতি
ডুবে অই সৌন্দর্য্য সাগরে
করিব গো তোমারি আরতি।

শূন্য ঘর শূন্য পড়ে আছে,
চন্দন-চর্চ্চিত সব ফুল
হেথা হোথা রয়েছে ছড়ায়ে,
আপনার সৌরভে আকুল।

পূজিবার সাধ গেছে বড়,
অগুরু-চন্দন-চুয়া দিয়া
ও চরণ সরোজে তোমার;
এস দেবি! জুড়াও গো হিয়া।

ভুলেছি।

বলিব বলিয়া আমি আছি এতক্ষণ
দাঁড়াইয়া এইখানে তৃষিত-লোচন।
আসিবে আসিবে বলে ছিনু প্রতীক্ষায়
এখন আসিলে যদি কি বলিব হায়!
সব আমি ভুলে গেছি দেখে অই মুখ
বাসনা নাহিক যেন কোন শোক দুখ।
কেবল দেখিতে তোমা? শুধু তাই নয়
বলিবার ছিল কিছু ভুলেছি নিশ্চয়।

ব'ল তাঁরে।

বল তাঁরে, এ জীবন তাঁহারি লাগিয়া
নিশিদিন শত ব্যথা রয়েছে সহিয়া।
শোকে দুঃখে তাঁরি কথা করিয়া স্মরণ
দুর্ব্বহ জীবন ভার করিছি বহন।
মাঝে মাঝে তাঁরি প্রেম করিয়া আশ্রয়
ভগন হৃদয়ে হয় আশার উদয়।
বল তাঁরে, তাঁরি মুখ দেখিব বলিয়া
এ দুর্গম পথে আমি চলেছি ছুটিয়া;
মরমের অন্তরালে মূরতি তাঁহার
স্বপনের ছায়া দেখি অনিবার,

লুকান মাধুরী সেই মনোমুগ্ধকর
অদৃশ্যে থাকিয়া করে অধীর অন্তর।
বল তাঁরে একবার শুধু একবার,
জনমের দেখা দেয় বাসনা আমার;
আরো বলো, কত কথা রাখিয়াছি মনে
দেখা হ'লে কাছে তাঁর বলিব গোপনে।
সে যদি না দেখা দিবে, বল তবে হায়,
এ মোর মরম-গীতি শুনাব কাহায়।

এতদূরে।

এতদূরে—তুমি কি হে
　　এতদূরে চির দিন,
থাকিবে বিরাজমান
　　আজীবন নিশিদিন?
　　ভুলেও বারেক হায়
　　চাহিবেনা ফিরে তায়
যে জন তোমায় খুঁজে
　　হইল আপনা-হারা,
ঝরিতেছে নেত্রে যার
　　অবিরাম অশ্রুধারা।

স্বর্গের দুয়ার।

সুরভি-কুসুম-যুত নন্দন-কানন,
মলয়-সেবিত কুঞ্জ, সুখ-উপবন;
মরাল-কূজিত-স্নিগ্ধ-মানস-সাগর,
অমল কমল যাহে মনোমুগ্ধকর;
পিককল-বিকসিত-কুসুম-মন্দার
কিন্নরী-গায়ন, মৃদু-মধুপ-ঝঙ্কার;
সকলি হে ও হৃদয়ে রয়েছে তোমার
দেখাও খুলিয়া দেব স্বর্গের দুয়ার।

লহরী।

লহরী নাচিছে অই যমুনার জলে!
সন সন সমীরণ
করে কারে অন্বেষণ,
সে তারে চুমিতে কেন সতত উথলে
লহরী নাচিছে ওই যমুনার জলে।

চুপি চুপি নিরিবিলি আকাশের তলে
কি যেন সে দেখি হায়
নিমেষে মুরছা যায়,
শূন্য প্রাণে শত আশা, কেনগো উছলে;
লহরী নাচিছে ওই যমুনার জলে!

সাগর সম্ভাষে কারে চুম্বিতে বিরলে,
প্রাণ তার নাহি মানে
ধেয়ে ছুটে সিন্ধুপানে,
অভাগিনী কেন মরে মিছা কুতূহলে ;
লহরী নাচিছে ঐ যমুনার জলে !

একদিন পূর্ণিমায় নিশীথে বিরলে,
চাঁদ হাসে, তারা গায়,
তারি ছায়া যমুনায়
সহসা পড়িয়াছিল কোন্ পুণ্যফলে,
লহরী নাচিছে তাই যমুনার জলে।

বসন্তোৎসব।

আইল বসন্ত বুঝি হৃদি বৃন্দাবনে
সুদূর নিকুঞ্জে অই
বাজিল বাঁশরী সই
কোকিল ডাকিল মুহুঃ গগনে গগনে,
তমালে নাচিল শুক
প্রাণের ঘুচিল দুখ
চললো সজনি ! যাই প্রিয় দরশনে ;
নবীন-নীরদে অই
দামিনী খেলিছে সই
ঝঙ্কারিছে অলিকুল প্রমোদ-কাননে ;

আজ সখি ভাল করে
সাজাইয়া দেলো মোরে
দেখিব নবীন-রূপ তৃষিত-নয়নে
আইল বসন্ত বুঝি হৃদি-বৃন্দাবনে।